অসুস্থ মাকে দেখে বাড়ি ফেরা হলো না ছেলের

মেহেরপুরে হাসপাতালে অসুস্থ মাকে দেখে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুল হালিম (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

এঘটনায় আহত হয়েছেন তার ছোট বোন পলি খাতুন (২৫)। সে বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত আব্দুল হালিম মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামনগর গ্রামের শিশিরপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ৮ টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুরের একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন মাকে দেখে ভাই বোন মোটরসাইকেল যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। আমঝুপি উত্তরপাড়ার সেকেন্দার আলীর গোডাউনের সামনে পৌছানো মাত্র পেছন থেকে পশু খাদ্যের বস্তাসহ আসা অপর একটি মোটরসাইকেল ওভারটেক করে। এসময় বস্তায় বেঁধে নিহত হালিমের মোটরসাইকেলটি পাকা রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে। এতে আব্দুল হালিম ও তার ছোট বোন পলি খাতুন (২৫) গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেন।

সেখানে আব্দুল হালিমের অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রেফার্ড করেন চিকিৎসক। আজ সকালের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। নিহত আব্দুল হালিম তিন কন্যা সন্তানের জনক।

গাংনীতে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ খালেক ও এ্যাড. শফিকুল আলম আটক

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলমকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২)।

গতকাল মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে র্যাবের পৃথক টিম তাঁদের বাড়িতে আলাদা আলাদা অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক গাংনী উপজেলা পরিষদের সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান এবং অ্যাডভোকেট একেএম শফিকুল আলম ২০০৯ সালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প সুত্রে জানা গেছে, বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্য আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করার জন্য তারা দুজন নিজ নিজ বাড়িতে আওয়ামী সমর্থীত লোকজন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিলেন।

গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় অন্যান্যরা পালিয়ে গেলেও তাঁদের দুজনকে আটক করা হয়। এই দুজনকে আদালতে সোপর্দ করার লক্ষ্যে গাংনী থানায় প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানার সূত্র জানান, তাদের ১৬১ ধারায় আটক দেখিয়ে আদালতে নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক গাঁ ঢাকা দিলেও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একে এম শফিকুল আলম বাড়িতেই ছিলেন।

গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ আর নেই

গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত), প্রফেসর আব্দুর রশিদ ঢাকা ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) ভোর ৪ টার সময় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)।

তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে এক মেয়ে, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সহকর্মীসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রয়েছে।

অধ্যাপক আব্দুর রশিদের একমাত্র ছেলে সাহেদ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বাবা ঢাকাতে আমার বোনের বাসাতে বছর খানেক অবস্থান করছিলেন। সেখানেই বেশ কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার থেকে লাইফ সাপোর্ট ছিলেন তিনি। আজ ভোররাত ৪ টার সময় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) বিকাল ৪ টার সময় গাংনী উপজেলার নিজ গ্রাম বানিয়াপুকুরে নামাজে জানাযা শেষে কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন হবে।

অধ্যাপক আব্দুর রশিদ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরিয়ে আলমডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহি হাটবোয়ালি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স মাস্টার্স শেষ করেন।
অধ্যাপক আব্দুর রশিদ গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতার জীবনেও তিনি সফল ছিলেন।

অধ্যাপক আব্দুর রশিদ সম সাময়িক বিষয় নিয়ে ছড়া, কবিতা, গল্প লিখতেন। তাঁর লেখা “অগ্নি যুগের অগ্নি সেনা, বিপ্লবীদের বীর গাঁথা” গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বেশ সমাদূত ছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতিসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণের সাথে জড়িত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে গাংনীবাসি একজন ন্যায়পরায়ণ গুণী মানুষকে হারালেন

উল্লেখ করে শোক জানিয়েছেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার, মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতি সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কবি মোজাম্মেল হক, করমদী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, সাহাজুল সাজু, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীনসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠণের নেতৃবৃন্দ।

গাংনীতে মৎস্য চাষে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সমন্বিত কৃষি ইউনিটভূক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কর্ম এলাকার বামুন্দি শাখার নওদাপাড়া গ্রামে অনুপুষ্ঠিসম্পন্ন দেশীয় ছোট প্রজাতির মাছ (এসঅইএস) চাষ সম্পর্কিত মাঠ দিবসে উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষক) মোঃ সাইফুল ইসলাম, মৎস্য ইউনিটের সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা কৃষি ইউনিটের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা খালেদ কবির।

মাঠ দিবসে এলাকার মৎস্য চাষি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সারের দোকানে ভোক্তার অভিযান, ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা

সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বস্তা প্রতি ৪২০ টাকা বেশি দামে টিএসপি সার বিক্রি, কেনা-বেচার ভাউচার না রাখা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ করে বিক্রির অপরাধে তিনটি সার ডিলার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদ আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুপুর থেকে বিকাল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত মেহেরপুর শহরের কাথুলি রোড ও সদর উপজেলার উজলপুর এলাকায় পৃথক তিনটি দোকানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ জানান, সরকার নির্ধারিত দাম ১৩৫০ টাকা সেখানে বস্তা প্রতি ৪২০ বেশি দামে ১৭৫০ টাকা দরে টিএসপি সার বিক্রির অভিযোগে মেহেরপুর শহরের কাথুলি সড়কের মেসার্স জামান এন্টারপ্রাইজ নামক সার ডিলারের মালিক মো: মামুনুজ্জামানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪০ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া এবং ভবিষ্যতের এধরণের কাজ না করার জন্য সতর্ক করা হয়।

এছাড়া উজলপুরে মেসার্স ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ নামক সার ডিলার প্রতিষ্ঠানে সারের বিক্রি ভাউচার প্রদান না করা ও ভাউচারের কার্বন কপি সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: আজাদকে একই আইনের ৪৫ ধারায় ২০ হাজার টাকা ও সার-কীটনাশক বিক্রির প্রতিষ্ঠানে সারের কেনা-বেচার ভাউচার না রাখা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ কীটনাশক সংরক্ষণ করে বিক্রি করার অপরাধে মেসার্স মমিন ট্রেডার্সের মালিক মো: চঞ্চলকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৫ ও ৫১ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান সহযোগিতায় ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম এবং

মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

এসময় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

হেরোইন রাখার অভিযোগ শাহারুল এবং চঞ্চল নামের ২ মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ মনজুরুল ইমাম এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত শাহরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের পঞ্চাতন শেখের ছেলে ও চঞ্চল হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামের আনিসুর রহমানের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন মেহেরপুর ডিবি’র এস আই শেখ আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে মেহেরপুরের সদর উপজেলার কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের একটি গলি থেকে শাহারুল ইসলাম, চঞ্চল হোসেন এবং শাব্দুল হোসেনের নামের ৩ জনকে আটক করেন।

ওই সময় শাহারুল ইসলামের প্যান্টের পকেট থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের ১০ গ্রাম হিরোইন এবং চঞ্চল হোসেনের গেঞ্জির পকেট থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ঐ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) সারনির ৮ (গ) ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং মেহেরপুর সদর থানা ৮। সেসন ২১২/২৩। জি আর নং ৫৬।

পরে মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে

আদালতে চার্জসিট দাখিল করেন। মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য দেন।

এতে শাহারুল ইসলাম এবং চঞ্চল হোসেন দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০ হাজার টাকা করে জরিমান অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদণ্ডদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ভারপ্রাপ্ত পিপি আসাদুজ্জামান এবং আসামি শাহারুলের পক্ষে সেলিম রেজা কল্লোল ও চঞ্চলের পক্ষে আলম হোসেন কৌশুলী ছিলেন।

মুজিবনগরে কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স সূর্যোদয় রেষ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন আহম্মেদ,মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

শব্দ শিখুন, ভাষা শিখুন এই প্রতিপাদ্যে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে, মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগীতা গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার সুব্রত টুডুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

গুডনেইবারর্সের সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, গুডনেইবারর্সের স্বাস্থ্য সহকারী আহসানুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলার মোট ১৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৪ শিক্ষার্থী ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাসনুভা খাতুন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের শিক্ষার্থী সাদিকুর রহমান, তৃতীয় স্থান অধিকার করেন মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থী তাসমিনা খাতুন, চতুর্থ স্থান অধিকার করেন আনন্দবাস মিয়া মনসুর একাডেমীর শিক্ষার্থী শুভ আহম্মেদ, পঞ্চম স্থান অধিকার করেন মানিকনগর ডিএস আমেনিয়া আলিম মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মাহমুদা খানম সাইমা।

প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি ওয়াড মাস্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

পরে জানানো হয় ওয়ার্ড মাস্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা গুডনেইবারর্সে রআয়োজনে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে তারুণ্যনির্ভর উন্নত, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন ও জবাবদিহিতামূলক বাংলাদেশ বিনির্মাণে আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত বার্ষিক কম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৪-২৫ এর আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ, নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ, ছাত্র প্রতিনিধি ইমতিয়াজ আহমেদ, আমির হামজা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ বলেন, তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমে আমরা নতুন যে বাংলাদেশ পেয়েছি তা ধরে রাখতে হবে। তরুণদের নিজেদের পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হবে। তরুণরা তাদের পরিবার, সমাজকে মুল্যায়ন করতে পারলে দেশকে সুন্দর

ভাবে পরিচালনা করতে পারবে। একমাত্র তরুণরাই পারে মাদক, অনলাইন জোয়া, দূণীতি মুক্ত দেশ গড়তে। শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, তরুণদের সবাইকে নিয়ে চিন্তা করার আহবান জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিল।

মেহেরপুরে অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন -২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক আয়োজিত ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন- জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নুর, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ, সাংবাদিক রফিকুল আলম প্রমুখ।

সেমিনারে বক্তারা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন -২০০৯ অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে বলেন- আমরা প্রত্যেকেই ভোক্তা। আমি একজন ক্রেতাকে যেমন ঠকাচ্ছি, তেমনি অন্যজনও আমাকে অনুরূপ ভাবে ঠকাচ্ছেন। এই অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আমাদের সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে।

সেমিনারে বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।